

সূরা ৪৫ : জাসিয়াহ, মাক্কী

৴৫ - سورة الجاثية، مَكِّيَّة

(আয়াত ৩৭, রুকূ ৪)

(آيَاتُهَا : ٣٧ رُكُوعَاتُهَا : ٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। হা মীম ।	١. حم
২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ ।	٢. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
৩। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্য ।	٣. إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ
৪। তোমাদের সৃষ্টিতে এবং জীব জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য ।	٤. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
৫। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে ওর মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে ।	٥. وَآخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ
ءَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার নাসীহাত

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলুককে হিদায়াত করছেন যে, তারা যেন মহা ক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর উপর চিন্তা-গবেষণা করে, তাঁর নি‘আমাতরাজিকে জানে ও বুঝে, অতঃপর এগুলির কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তারা যেন এটা দেখে যে, আল্লাহ কত বড় ক্ষমতাবান! যিনি আসমান, যমীন এবং বিভিন্ন প্রকারের মাখলুক সৃষ্টি করেছেন! মালাক/ফেরেশতা, দানব, মানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই স্রষ্টা তিনিই। সমুদ্রের অসংখ্য সৃষ্টজীবেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। দিনকে রাতের পরে এবং রাতকে দিনের পিছনে আনয়ন তিনিই করছেন। রাতের অন্ধকার এবং দিনের উজ্জ্বল্য তাঁরই অধিকারভুক্ত জিনিস। প্রয়োজনের সময় মেঘমালা হতে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন। এখানে রিয়ক দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা এর দ্বারা ই খাদ্য জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয়ে থাকে।

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا শুষ্ক ভূমি সিজ্জ হয় এবং তা হতে নানা প্রকারের শস্য উৎপাদিত হয়।

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ দিন ও রাতে উত্তরা হাওয়া ও দক্ষিণা হাওয়া এবং পূর্বালী হাওয়া ও পশ্চিমা হাওয়া এবং শুষ্ক ও সিজ্জ হাওয়া তিনিই প্রবাহিত করেন। কোন কোন বায়ু মেঘ আনয়ন করে এবং কোন কোন বায়ু মেঘকে পানিপূর্ণ করে। কোন কোন বাতাস রুহের খোরাক হয় এবং এগুলি ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যও প্রবাহিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রথমে বলেন যে, لَّيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ এতে নিদর্শন রয়েছে মু‘মিনদের জন্য। এরপর বলেন : يُوقِنُونَ এতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন এবং শেষে বলেন : يَعْقِلُونَ এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। এটা একটা সম্মান বিশিষ্ট অবস্থা হতে অন্য

একটা বেশি সম্মান বিশিষ্ট অবস্থার দিকে উন্নীত করা। এ আয়াতটি সূরা বাকারাহর নিম্নের আয়াতটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, নৌ-পথে নৌযানসমূহের চলাচলে - যাতে রয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণ। মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করণে, তাতে নানাবিধ জীবজন্তু সঞ্চারিত করার জন্য আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বায়ুরাশির গতি পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থ সঞ্চিত মেঘের সঞ্চারণে সত্যি সত্যিই জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৬৪) ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এখানে একটি দীর্ঘ আসার আনয়ন করেছেন, কিন্তু ওটা গারীব। ওতে মানুষকে চার প্রকারের উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করার কথাও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৬। এগুলি আল্লাহর আয়াত যা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর আয়াতের পরিবর্তে তারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?	<p>٦. تِلْكَ ءَايَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ</p>
৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর।	<p>٧. وَيَلْ لَّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ</p>
৮। যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে, অথচ ঔদ্ধত্যের সাথে অটল থাকে যেন সে তা	<p>٨. يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ</p>

<p>শোনেনি, তাকে সংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির।</p>	<p>ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ</p>
<p>৯। যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে পরিহাস করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।</p>	<p>۹. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ هُم عَذَابٌ مُّهِينٌ</p>
<p>১০। তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসবেনা, তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক স্থির করেছে তারাও নয়। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।</p>	<p>۱۰. مِّنْ وَرَائِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ ۚ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ</p>
<p>১১। কুরআন সৎ পথের দিশারী; যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।</p>	<p>۱۱. هَٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ هُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ</p>

মিথ্যাবাদী পাপীর বর্ণনা এবং তার প্রতিবিধান

আল্লাহ তা'আলা বলেন : تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۖ এই যে
কুরআন, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নাবীর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, ওর

আয়াতগুলি যথাযথভাবে তাঁর নিকট আবৃত্তি করা হয় তা কাফিরেরা শুনে, অথচ এর পরেও ঈমান আনেনা এবং আমলও করেনা। তাহলে আর কোন বাণীতে তারা বিশ্বাস করবে? তাদের জন্য দুর্ভোগ, أَفَّاكَ أَثِيم তাদের জন্য আফসোস! যারা কথায় মিথ্যাবাদী, আমলে পাপী এবং অন্তরে কাফির!

তারা يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا আল্লাহর বাণী শুনেও স্বীয় কুফরী ও অবিশ্বাসের উপর অটল ও স্থির থাকছে! যেন ওটা তারা শুনেইনি। তাই তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ তুমি তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ যখন তারা আল্লাহর কোন আয়াত অবগত হয় তখন তা নিয়ে তারা পরিহাস করে। সুতরাং আজ যখন তারা আল্লাহর বাণীর অমর্যাদা করছে তখন কাল কিয়ামাতের মাইদানে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন নিয়ে শত্রুদের শহরে সফর করতে নিষেধ করেছেন এই আশংকায় যে, তারা হয়তো কুরআনের অবমাননা করবে। (মুসলিম ৩/১৪৯১)

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বাণীর অবমাননাকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের সম্মুখে রয়েছে জাহান্নাম। তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সারা জীবন ধরে যেসব বাতিল মা‘বুদের তারা উপাসনা করে এসেছে তারাও তাদের কোনই কাজে আসবেনা। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

এই هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ কুরআন সৎ পথের দিশারী। যারা তাদের রবের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি। এসব ব্যাপারে মহামহিমাম্বিত

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। আল্লাহই সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১২. اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ أَلْفُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

১৩। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

১৩. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

১৪। মু'মিনদেরকে বল : তারা যেন ক্ষমা করে তাদেরকে যারা আল্লাহর দিনগুলির প্রত্যাশা করেনা, এটা এ জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।

১৪. قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

১৫। যে সৎ কাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে

১৫. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

ওর প্রতিফল সেই ভোগ
করবে, অতঃপর তোমরা
তোমাদের রবের নিকট
প্রত্যাবর্তিত হবে।

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

সমুদ্রের নমনীয়তায়ও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ لَتَجْرِيَ الْفَلَكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তা'আলা স্বীয় নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাঁরই হুকুমে মানুষ তাদের ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্রে সফর করে থাকে। মালভর্তি বড় বড় নৌযানগুলি নিয়ে তারা এদিক হতে ওদিক ভ্রমণ করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা এ জন্যই রেখেছেন যে, তারা যেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

তিনি وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের জিনিস যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি এবং পৃথিবীর জিনিস যেমন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস মানুষের উপকারের জন্য এবং তাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এগুলির সবই তাঁর অনুগ্রহ, ইহসান, ইনআম এবং দান। সবই তাঁর নিকট হতে এসেছে। যেমন তিনি বলেন :

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُرُونَ

তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তাতো আল্লাহরই নিকট হতে। অধিকন্তু যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর। (সূরা নাহল, ১৬ : ৫৩)

আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন, উপরের আয়াতের (৪৫ : ১৩) ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব জিনিসই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং তাতে যে নাম রয়েছে তা তাঁর দেয়া নামসমূহের মধ্যের নাম। সুতরাং এগুলি সবই তাঁরই পক্ষ হতে আগত। কেহ এমন নেই যে তাঁর নিকট হতে এগুলি ছিনিয়ে নিতে পারে অথবা তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে। সবাই এ বিশ্বাস রাখে যে, এরূপই হয়ে থাকে। (তাবারী ২২/৬৫) মহান আল্লাহ বলেন :

<p>জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর।</p>	<p>وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ</p>
<p>১৭। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল, তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার রাব্ব কিয়ামাত দিবসে তাদের মধ্যে সেই বিষয়ের ফাইসালা করে দিবেন।</p>	<p>১৭. وَءَاتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ</p>
<p>১৮। এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা।</p>	<p>১৮. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ</p>
<p>১৯। আল্লাহর মুকাবিলায় তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবেনা; যালিমরা একে অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।</p>	<p>১৯. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ</p>

২০। এই কুরআন মানব
জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল
এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী
সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ
ও রাহমাত।

۲۰. هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ يُوقِنُونَ

বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর পছন্দ এবং অতঃপর তাদের ভিতরে দন্দ

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالثُّبُوتَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنْ
الطَّيِّبَاتِ বানী ইসরাঈলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর যেসব নি‘আমাত ছিল
এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ
করেছিলেন, তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে হুকুমাত দান
করেছিলেন। আর ঐ যুগের লোকদের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন।
দীন সম্পর্কীয় উত্তম ও স্পষ্ট দলীল তিনি তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।
তাদের উপর আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের নিকট
জ্ঞান আসার পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল এবং
বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
ওয়া সাল্লামকে বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে ঐ বিষয়ের ফাইসালা করে দিবেন।

বানী ইসরাঈলের অনুরূপ আচরণ না করার ব্যাপারে বর্তমান উম্মাহকে সাবধান করা হয়েছে

এর দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের চলনগতি যেন
বানী ইসরাঈলের মত না হয়। এ জন্যই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : فَاتَّبِعْهَا তুমি তোমার রবের অহীর
অনুসরণ কর, অজ্ঞ মুশরিকদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করনা। তারা এক বন্ধু
অপর বন্ধুকে ধ্বংস ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করবেনা।

তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব করনা। তারাতো পরস্পর বন্ধু।

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ আর তোমাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ। অর্থাৎ মুত্তাকীদের বন্ধু হলেন আল্লাহ। তিনি তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে বের করে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর কাফিরদের বন্ধু হল শাইতান। সে তাদেরকে জ্ঞানের আলো হতে সরিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন :

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ এই কুরআন মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য পথ-নির্দেশ ও রাহমাত।

২১। দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

২১. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ

২২। আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ অনুযায়ী ফল পেতে পারে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবেনা।

২২. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

২৩। তুমি কি লক্ষ্য করছ তাকে, যে তার খেলাল খুশীকে

২৩. أَفَرَأَيْتَ مَنْ آتَخَذَ إِلَهَهُ

নিজের মা'বুদ বানিয়ে
 নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই
 তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং
 তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে
 দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর
 উপর রেখেছেন আবরণ।
 অতএব, কে তাকে পথ নির্দেশ
 করবে? তবুও কি তোমরা
 উপদেশ গ্রহণ করবেনা?

هُوَ لَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ
 عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ
 بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن
 بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

মু'মিন এবং কাফিরের হায়াত এবং মাউত সমান নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মু'মিন ও কাফির সমান নয়। যেমন অন্য আয়াতে
 বলা হয়েছে :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই
 সফলকাম। (সূরা হাশর, ৫৯ : ২০) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

এরূপ হতে পারেনা যে, কাফির ও
 দুষ্কৃতিকারী এবং মু'মিন ও সৎকর্মশীল জীবন ও মরণে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে
 সমান হয়ে যাবে।

مَا يَحْكُمُونَ যারা এটা মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে

দুষ্কৃতিকারী ও মু'মিনদেরকে সমান গণ্য করব, তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা মন্দ!

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের (রহঃ) সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, কা'বা ঘরের ভিত্তির
 মধ্যে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লিখা ছিল : তোমরা দুষ্কর্ম করছ,
 আর কল্যাণ লাভের আশা রাখছ। এটা ঠিক ঐরূপ যেমন কেহ কোন কন্টকযুক্ত
 গাছ হতে আগুর ফলের আশা করে।

সুবাহ (রহঃ) থেকে তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, আমর ইব্ন মুররাহ
 (রহঃ) বলেন যে, আবুদ দুহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, মাসরুক (রহঃ) তাকে

বলেছেন যে, তামীম আদ দারী (রাঃ) এক রাতে নাফল সালাত আদায় করার সময় সমস্ত রাত ব্যাপী শুধু **أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ** দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? এ আয়াতটি কিরা'আতে পাঠ করে কাটিয়ে দেন। (তাবারানী ২/৫০) এ জন্যই আল্লাহ বলেন :

مَا يَحْكُمُونَ তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ! এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্ম করা হবেনা। মহান আল্লাহ বলেন :

أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ হে নাবী! তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছে, যে তার খেলাল-খুশিকে তার মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। যে কাজ করতে তার মন চেয়েছে তা সে করেছে। আর যে কাজ করতে তার মন চায়নি তা পরিত্যাগ করেছে।

وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন। এর দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি হল আল্লাহ সুবহানাছ জানেন যে, ঐ ব্যক্তি বিপথগামী হবে, অতএব তিনি তাকে ঐ পথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ ব্যক্তির বিপথগামী হওয়া, যা তার আমলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, তার জন্য ভাল কিছু আর হওয়ার নেই। দ্বিতীয় অর্থটির ভিতর প্রথম অর্থটিও লুকায়িত আছে। তাই একটি অপরটির বিপরীত নয়। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً তার কর্ণে মোহর রয়েছে, তাই সে শারীয়াতের কথা শোনেই না এবং তার হৃদয়েও মোহর রয়েছে, তাই হিদায়াতের কথা তার হৃদয়ে স্থান পায়না। তার চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে আছে, তাই সে কোন দলীল-প্রমাণ দেখতে পায়না।

فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে

পথ-নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

مَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ যাদেরকে বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮৬)

২৪। তারা বলে : একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর সময়ই (কাল) আমাদেরকে ধ্বংস করে। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারাতো শুধু মনগড়া কথা বলে।

٢٤. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا
إِلَّا الْدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ
عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

২৫। তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকেনা শুধু এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।

٢٥. وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنٰتٍ
مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اآتُوا
بِءَبَابِنَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ

২৬। বল : আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই।

٢٦. قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيٰمَةِ لَا
رَيْبَ فِيهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ

কিছু অধিকাংশ মানুষ তা
জানেনা।

لَا يَعْلَمُونَ

কাফিরদের শাস্তি, তাদের বাদানুবাদ এবং তার জবাব

কাফিরদের দাহরিয়্যাহ সম্প্রদায় এবং তাদের সমবিশ্বাসী আরাব-মুশরিকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে এবং বলে :

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا তারা বলে : একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি।

তারা বলে যে, এই পৃথিবীর জীবনই একমাত্র জীবন। মানুষের মধ্যে কেহ মারা যায়, আবার কেহ জন্মগ্রহণ করে। তাদের কোন পুনর্জীবন নেই এবং বিচারও হবেনা। এটা ছিল আরাবের মুশরিকদের ধারণা। এ ছাড়া নিরীশ্বরবাদী আরাব দার্শনিকরা পুনর্জীবন এবং বিচার-ফাইসালাকে অস্বীকার করত। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতনা এবং বলত যে, প্রতি ৩৬ হাজার বছরে পৃথিবী উহার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন ওর সবকিছু আবার নতুনভাবে শুরু হবে। তারা দাবী করে যে, এই পুরানো হওয়া এবং নতুন অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চক্রটি মহাকালের জন্য চলতে থাকবে। কিন্তু সঠিকভাবে তারা এর কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি এবং অহীকেও অস্বীকার করে। তারা বলে : وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ আর সময়ই (কাল) আমাদেরকে ধ্বংস করে। এর উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ বস্তুতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারাতো শুধু মনগড়া কথা বলে। আসলে তারা অনুমানের উপর কথা বলে। তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। দু'টি সুনান গ্রন্থ আবু দাউদ এবং নাসাঈতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যুগকে গালি দেয়। অথচ যুগতো আমি নিজেই। সমস্ত কাজ আমারই হাতে। দিন ও রাতের পরিবর্তন আমিই ঘটিয়ে থাকি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৭, মুসলিম ৪/১৭৬২, আবু দাউদ ৫/৪২৩, নাসাঈ ৬/৪৫৭)

অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহ তা'আলাইতো যুগ। (মুসলিম ৪/১৭৬৩)

ইমাম শাফি'য়ী (রহঃ), ইমাম আবু উবাইদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'তোমরা যুগকে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহই যুগ' এই উক্তির তাফসীরে বলেন যে, অজ্ঞতা যুগের আরাবরা যখন কোন কষ্ট ও বিপদাপদে পড়ত তখন যুগকে সম্পর্কযুক্ত করে গালি দিত। প্রকৃতপক্ষে যুগ কিছুই করেনা। সবকিছুই করেন একমাত্র আল্লাহ। অতএব তাদের যুগকে গালি দেয়ার অর্থ আল্লাহকেই গালি দেয়া যাঁর হাতে ও যাঁর অধিকারে রয়েছে যুগ। সুখ ও দুঃখের মালিক তিনিই। অতএব, গালি আপতিত হয় প্রকৃত কর্তা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপরই। এ কারণেই আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে এ কথা বলেন এবং জনগণকে তা হতে নিষেধ করে দেন। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন। ইমাম ইবন হাযম (রহঃ) এবং যাহিরিয়াদের যারা বিজ্ঞজন তারা এই হাদীস দ্বারা মনে করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার উত্তম নামসমূহের মধ্যে দাহরও একটি নাম, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا تَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকেনা। অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া এবং পুনর্জীবন দান করার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা একেবারে নিরস্ত হয়ে যায়। তাদের দাবীর অনুকূলে তারা কোন যুক্তি পেশ করতে পারেনা। তখন তারা বলে :

أَتُؤْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত কর। অর্থাৎ তাদেরকে জীবিত করে দেখাতে পারলে আমরা ঈমান আনব। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ তুমি তাদেরকে বলে দাও : তোমরা তোমাদের জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে দেখছ। তোমরাতো কিছুই ছিলেনা। আল্লাহই তোমাদেরকে অস্তিত্বে এনেছেন। অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটান। যেমন তিনি বলেন :

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ

ثُمَّ يُحْيِيكُمْ

কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে সঞ্জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নিজীব করবেন এবং পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮) অর্থাৎ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দানে কেন সক্ষম হবেননা? এটাতো জ্ঞানের দ্বারাই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, যিনি বিনা নমুনায কোন জিনিস তৈরী করতে পারেন, ওটাকে দ্বিতীয়বার তৈরী করাতো তাঁর পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে বেশি সহজ। যেমন তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُاَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রুম, ৩০ : ২৭)

يَوْمَ تَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিনে। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ : ৯)

لَاَئِيْ يَوْمٍ أَجَلَتْ لِيَوْمِ الْفَضْلِ

এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিনের জন্য? বিচার দিনের জন্য। (সূরা নাবা, ৭৭ : ১২-১৩)

وَمَا نُؤْخِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ

আর আমি ওটা শুধু সামান্য কালের জন্য স্থগিত রেখেছি। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৪)

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا

তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৬) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাত **يَوْمَ تَجْمَعُكُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ** দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি তোমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় আনয়ন করবেননা, যেমন তোমরা বলছ যে, তোমাদের বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষদেরকে পুনর্জীবন দান করে আবার দুনিয়ায় উপস্থিত করা হোক। দুনিয়া হল আমলের জায়গা। প্রতিফল ও প্রতিদানের জায়গা হবে কিয়ামাতের দিন। এই

পার্থিব জীবনে কিছুটা অবকাশ দেয়া হয় যাতে কেহ ইচ্ছা করলে ঐ পারলৌকিক জীবনের জন্য কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তোমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই বলেই তোমরা কিয়ামাতকে অস্বীকার করছ। কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. وَنَرَنَاهُ قَرِيبًا

তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর। কিন্তু আমি দেখছি ইহা আসন্ন। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ৬-৭) তোমরা এটা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব মনে করলেও এটা সংঘটিত হবেই। এতে কোনই সন্দেহ নেই। বাস্তবিকই মু'মিনরা জ্ঞানী ও বিবেকবান, তাইতো তারা এর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমল করছে।

<p>২৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই; যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।</p>	<p>২৭. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَمْذِبُ تَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ</p>
<p>২৮। এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে।</p>	<p>২৮. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ</p>
<p>২৯। এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দিবে। তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।</p>	<p>২৯. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ</p>

কিয়ামাত দিবসে ভয়াবহ বিচারের মাঠের কিছু বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ হতে চিরদিনের এবং আজকের পূর্বেও সমস্ত আকাশের, সমস্ত যমীনের মালিক, বাদশাহ, সুলতান, সম্রাট একমাত্র আল্লাহ। যারা আল্লাহকে, তাঁর রাসূলদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং কিয়ামাত দিবসকে অস্বীকার করে তারা কিয়ামাতের দিন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِنُدُ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত!

ঐ দিন এত ভয়াবহ ও কঠিন হবে যে, প্রত্যেকে হাঁটুর ভরে পড়ে থাকবে। এ অবস্থা ঐ সময় হবে যখন জাহান্নাম সামনে আনা হবে এবং ওটা এক তগু দীর্ঘশ্বাস নিবে। এমনকি ঐ সময় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং ঈসা রুহুল্লাহরও (আঃ) মুখ দিয়ে নাফসী নাফসী শব্দ বের হবে। তাঁরাও সেদিন প্রত্যেকে পরিস্কারভাবে বলবেন : হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া আপনার কাছে আর কিছুই চাইনা। ঈসা (আঃ) বলবেন : হে আল্লাহ! আজ আমি আমার মা মারইয়ামের (আঃ) জন্যও আপনার কাছে কিছুই আরয় করছি। সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ

আমলনামা পেশ করা হবে এবং নাবীদেরকে ও সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৯) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে। অর্থাৎ আজ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিটি কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন তিনি বলেন :

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অযুহাতের অবতারণা করে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ১৩-১৫) মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। অর্থাৎ ঐ আমলনামা যা আমার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মালাইকা/ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, যাতে বিন্দুমাত্র কম-বেশী করা হয়নি, তা তোমাদের বিরুদ্ধে আজ সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا

এবং সেদিন উপস্থিত করা হবে 'আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! ওটাতো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং ওটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৪৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। অর্থাৎ আমি আমার রক্ষক মালাইকা/ ফেরেশতাদেরকে তোমাদের আমলনামা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। সুতরাং তারা তোমাদের সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করে রেখেছে।

ইবন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, মালাইকা/ফেরেশতারা বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধ করার পর ঐগুলি নিয়ে আকাশে উঠে যান। আসমানে আমলের সংরক্ষক মালাইকা ঐ আমলনামাকে লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আমলের সাথে মিলিয়ে দেখেন যা প্রতি রাতে ওর পরিমাণ অনুযায়ী তাঁদের উপর প্রকাশিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তখন

মালাইকা/ফেরেশতারা একটি অক্ষরও কম-বেশি দেখতে পাননা। অতঃপর তিনি
 إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ এই অংশটুকু তিলাওয়াত করেন।

৩০। যারা ঈমান আনে ও সৎ
 কাজ করে, তাদের রাক্ব
 তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয়
 রাহ্মাতে। এটাই মহা
 সাফল্য।

৩০. فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ
 رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْمُبِينُ

৩১। পক্ষান্তরে যারা কুফরী
 করে তাদেরকে বলা হবে :
 তোমাদের নিকট কি আমার
 আয়াত পাঠ করা হয়নি? কিন্তু
 তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ
 করেছিলে এবং তোমরা ছিলে
 এক অপরাধী সম্প্রদায়।

৩১. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ
 تَكُنْ ءَايَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ
 فَاَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

৩২। যখন বলা হয় : আল্লাহর
 প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাত
 - এতে কোন সন্দেহ নেই,
 তখন তোমরা বলে থাক :
 আমরা জানিনা কিয়ামাত কি;
 আমরা মনে করি এটা একটি
 ধারণা মাত্র এবং আমরা এ
 বিষয়ে নিশ্চিত নই।

৩২. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
 وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا
 نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا
 ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ

৩৩। তাদের মন্দ কাজগুলি
 তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে

৩৩. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا

<p>পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।</p>	<p>وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِـ يَسْتَهْزِئُونَ</p>
<p>৩৪। আর বলা হবে : আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা।</p>	<p>۳۴. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِيْكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَاؤْنِكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيْرِيْنَ</p>
<p>৩৫। এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং সেদিন তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবেনা এবং আল্লাহর সম্ভ্রষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবেনা।</p>	<p>۳۵. ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمْ اَتَّخَذْتُمْ ءَايٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّكُمْ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا تُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَّلَا هُمْ يُسْتَعْتَبَوْنَ</p>
<p>৩৬। প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশমন্ডলীর রাক্ব, পৃথিবীর রাক্ব, জগতসমূহের রাক্ব।</p>	<p>۳۶. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ</p>
<p>৩৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব গরিমা তাঁরই</p>	<p>۳۷. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ</p>

এ আয়াতগুলিতে আল্লাহ তাঁর ঐ ফাইসালার খবর দিচ্ছেন যা তিনি আখিরাতের দিন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে করবেন।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ যারা অন্তরে ঈমান এনেছে এবং স্বীয় হাত-পা দ্বারা শারীয়াত অনুযায়ী সৎ নিয়াতের সাথে ভাল কাজ করেছে তাদেরকে তিনি স্বীয় করুণায় জান্নাত দান করবেন।

এখানে রাহমাত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলবেন : তুমি আমার রাহমাত। আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করব সে তোমাকে লাভ করবে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৬০)

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ এটাই হল মহাসাফল্য।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন শাসন-গর্জন করে বলা হবে : তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ করা হয়নি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়েছিল এবং তোমরা ওগুলি শুনেছিলে, কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ তোমরা অন্তরে কুফরী রেখে বাইরেও তোমাদের কাজ-কর্মে আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে এবং বাহাদুরী দেখিয়ে পাপের উপর পাপ করছিলে। যখন মু'মিনরা তোমাদেরকে বলত যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই, তখন তোমরা পাল্টা জবাব দিতে :

مَا نَذِرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ কিয়ামাত কি তা আমরা জানিনা। আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই।

وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ এখন তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের সামনে এসে গেছে। তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। যে

শান্তির কথা তারা উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং যেটাকে অসম্ভব মনে করেছিল ঐ শান্তি আজ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে। তাদেরকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ করে দেয়ার জন্য বলা হবে :

الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ

আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাব। যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং এমন কেহ হবেনা যে তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় বান্দাকে বলবেন : আমি কি তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দেইনি? তোমাদের উপর কি আমি আমার দয়া-দাক্ষিণ্য নাযিল করিনি। আমি কি তোমাদের জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাদিকে অনুগত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি তোমাদের বাড়ীতে সুখে-শান্তি তে বাস করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেইনি? তারা উত্তরে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! এগুলি সবই সত্য। আল্লাহ সুবহানাহ বলবেন : তুমি কি কখনও মনে করেছ যে, একদিন আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে? সে বলবে : না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : সুতরাং আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাব যেমন তোমরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (মুসলিম ৪/২২৭৯) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

তোমাদেরকে এ জন্যই দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। তোমরা এর উপরই নিশ্চিন্ত ছিলে, ফলে আজ তোমাদেরকে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হল।

فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

আজ তোমাদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবেনা এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবেনা। অর্থাৎ এই আযাব হতে তোমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। এখন আমার সন্তুষ্টি লাভ করাও তোমাদের জন্য অসম্ভব। মু'মিনরা যেমন বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এখন তোমাদের তাওবাহ করা বৃথা।

আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে যা ফাইসালা করবেন এটা বর্ণনা

করার পর বলেন :

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ প্রশংসা তাঁরই, যিনি আকাশমণ্ডলীর রাব্ব, পৃথিবীর রাব্ব এবং জগতসমূহের রাব্ব। অর্থাৎ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং এতদুভয়ের মধ্যে যতকিছু রয়েছে সবকিছুরই যিনি অধিপতি, সমুদয় প্রশংসা ঐ আল্লাহরই প্রাপ্য। অতঃপর তিনি বলেন :

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব/গরিমা তাঁরই। আসমানে ও যমীনে আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব, আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বড়ই মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। সবাই তাঁর অধীনস্ত। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : শ্রেষ্ঠত্ব আমার জামা এবং অহংকার আমার চাদর। সুতরাং এ দু'টির কোন একটি আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য যে ব্যক্তি চেষ্টা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। (আবু দাউদ ৪/৩৫০, মুসলিম ৪/২০২৩)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ তিনি 'আযীয' অর্থাৎ পরাক্রমশালী। তিনি কারও কাছে কখনও পরাস্ত হননা। তাঁর কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেহ নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁর কোন কথা, কোন কাজ, তাঁর শারীয়াতের কোন বিষয় তাঁর লিখিত তাকদীরের কোন অক্ষর হিকমাত বা নিপুণতা শূন্য নয়। তিনি সমুচ্চ ও সমুন্নত। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই।

পঞ্চবিংশতিতম পারা এবং সূরা জাসিয়াহ -এর তাফসীর সমাপ্ত।